মধুমতী।

উপন্যাস।

(বঙ্গদর্শনোদ্ধৃত)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা;

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "বেঙ্গল মেডিকেল্-লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৮, কার্ত্তিক।

Calcutta:

PRINTED BY K. B. DASS, AT THE "VICTORIA PRESS"

2, GOABAGAN STREET.



মধুমতী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কয় বৎসর পূর্ব্বে তটপথে ঢাকা হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে, মহম্মদপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নীচে, মধুমতীনাম্নী তরঙ্গময়ী নদী পার হইতে হইত। তাহার নামান্তর "এলেন খালি।"

একদা নিদাঘের প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে রাত্রিশেষে মধুমতীর উপকূলে সেই গ্রামে একখানি শিবিকা থামিল। ডাকের বেহারারা প্রথামত, শিবিকা রাখিয়া, বখ্‌শিষ লইয়া প্রস্থান করিল। ভিতর হইতে অতি সুন্দর পঞ্চবিংশাতবর্ষীয় এক যুবা পুরুষ নির্গত হইয়া, ইতস্ততঃ অন্য বাহকদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন, এবং নিকটস্থ একখানি ভগ্ন কুটীরের দ্বারে আঘাত করিলেন। কুটীরবাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে দ্বার ঠেলে?" যুবক উত্তর করিলেন, "আমি পথিক, এই গ্রামে একদল ডাকের বেহারা থাকিবার কথা ছিল, তাহারা কোথায় বলিতে পার?" কুটীরবাসী কহিল, "তাহারা রাত দশটা পর্য্যন্ত এই খানে ছিল, কিন্তু ঝড় আসাতে চলিয়া গিয়াছে।" যুবক নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর, অনন্ত নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে; এবং বিশাল তরঙ্গিণী মধুমতীর হৃদয়ে ঝিকমিক করিয়া তৎপ্রতিবিম্ব নাচিতেছে। সুশীতল নৈদাঘ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছিল। পৃথিবী স্থির, সুশীতল; পশু পক্ষী, গ্রামবাসী, সকলেই নীরব; কেবল কোথাও মনুষ্যপদশব্দে উত্তেজিত কুক্কুরের রব, আর কখন কখন অতিদূরনিঃসৃত গ্রাম্য প্রহরীদিগের চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতেছিল। যুবক স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকনে অন্যমনা হইয়া মধুমতীর তটে পদচারণ করিতেছিলেন;—হঠাৎ চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে জলের অনতিদূরে একটি শ্বেত পদার্থ। পদার্থটি মৃত মনুষ্যদেহ। তাহার অনতিদূরে দুই একখানি ভগ্নকাষ্ঠ ও একখানি নৌকার হা'ল। বুঝিলেন যে, নিশারম্ভে যে

প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কোন নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং এই হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার একজন আরোহী।

যুবক, রাজধানী-সন্নিকটবর্ত্তী—লা গ্রামের একজন সৌষ্ঠবান্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থের পুত্র; তাঁহার নাম করালীপ্রসন্ন। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এবং তথায় যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া, গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক প্রধান চিকিৎসকের পদে অভিষিক্ত হন। অদ্য ডাকযোগে কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এই আড্ডায় বাহক না পাওয়াতে এই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

করালীপ্রসন্ন ভাবিলেন, যদি এই ব্যক্তি এরাত্রের ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে, তবে এখনও চেষ্টা করিলে, ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে।

করালীপ্রসন্ন মৃতদেহের নিকট যাইয়া বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং দেখিলেন যে, দ্বাবিংশতিবৎসরবয়স্কা পরমা সুন্দরীর দেহ। দেহ যেন পৃথিবীর রিপুবর্জ্জিত হইয়া, স্বর্গীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। এবং চন্দ্রালোকে বোধ হইল, যেন মৃত

রমণীর ওষ্ঠে অপূর্ব্ব হাসি শোভা পাইতেছে। করালী-প্রসন্ন অনেকক্ষণ অবধি অনন্যমনে শব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। করালী অনেক সুন্দরী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন, এমত সুন্দরী কখন তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। করালী নিঃসঙ্কোচে মৃত রমণীর দেহস্পর্শ করিলেন; এবং তাহার হস্ত পদাদি চালনা ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা দেহ হইতে জল নির্গত করাইলেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা জল পড়িল, ততক্ষণ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তৎপরে মৃত দেহ ভূমিতে রাখিয়া শিবিক হইতে কোনও দ্রব পদার্থ ও একখানি ফ্লালেন বস্ত্র লইয়া গেলেন। এবং ঐ বস্ত্র দ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত রমণীর হস্তপদাদি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন তৎপরে দ্রবপদার্থ তাহার ওষ্ঠভেদ করিয়া ঢালিলেন কিন্তু পদার্থ তৎক্ষণাৎ দুই কশ দিয়া পড়িয়া গেল, গলাধঃকৃত হইল না। ইত্যবসরে, করালী মৃতদেহ কর্দ্দম হইতে পরিষ্কার করিয়া, ঘাসের উপর রাখিলেন।

করালী দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কামিনীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিলেন না। শেষে হতাশ্বাস হইয়া, শিবিকায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সেই নদী-

সৈকতশায়িনী অপূর্ব্ব মহিমান্বিতা মৃত রমণীর মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল। করালী অন্যদিকে মন ফিরাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না।

তিনি শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন; এবং সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন নিদাঘের যন্ত্রণায় নৈশ সমীরণ সেবনার্থ, কোনও ব্যক্তি চন্দ্রালোকে মধুমতীতীরে শয়ন করিয়া আছে। সেই হতভাগিনী সুন্দরী! যাহাকে প্রাসাদোপরি সুকুমার পুষ্পশয্যায় আদরে শয়ন করাইয়া, যত্নে ব্যজন করিয়া, মধুর সঙ্গীতে নিদ্রিত করিয়া, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না, এখন সে নদীসৈকতে, কর্দ্দম-শয্যায় পড়িয়া আছে! করালী অল্পবয়স্ক, মৃত সুন্দরীর জন্য তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িল। করালী অন্যমনস্ক হইবার জন্য শিবিকার ভিতরে আলো জ্বালিয়া, একখান পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আলো নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা কষ্ট-জনক হইল। করালী নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই মৃত কামিনী শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া, শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রেমপরিপূরিত লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কি বলিতেছে। করালী চমকিয়া উঠিলেন, এবং শিবিকার দ্বার

খোলা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মধুমতীর তটে যে স্থলে মৃতদেহ রাখিয়াছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! সে স্থলে শব নাই। চকিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। যামিনী প্রায় অবসন্না হইয়াছে। চন্দ্র অস্তগতপ্রায়। পূর্ব্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। বিহঙ্গমকুল কল কল রব করিয়া দিগ্দিগন্তে যাইতেছে। আর নদী মধুমতী উষার খরতর সমীরণে চঞ্চলা হইয়া কল কল রব করিতেছে। করালী ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে মধুমতীর কূলের দিকে চলিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালী একবার মনে ভাবিলেন, শৃগাল কুক্কুরে আহারের নিমিত্ত কোনও বনে শব লইয়া গিয়াছে। এই স্থির করিয়া শিবিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিবিকার নিকট আসিয়া তাঁহার আর পা উঠিল না, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বুদ্ধি লোপ পাইল। মৃত-রমণীদেহ নদীকূলশয্যা ত্যাগ করিয়া, করালীর শিবিকা-পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে!

করালীপ্রসন্ন অনেকক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি! কেহ শব তুলিয়া এখানে ফেলিয়া গেল? না পৈশাচ ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত করিয়া শব এখানে আপনি আসিয়াছে?

স্থির বুদ্ধির নিকট কোনও ভ্রম থাকে না। করালী শবের প্রকোষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া দেখিলেন, জীবনস্রোতঃ বহিতেছে। নিশ্বাসাদি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, এ শব নহে; সুন্দরী জীবিতা। কিন্তু নিদ্রিতা অথবা মূর্চ্ছিতা। করালী এখন বুঝিলেন যে, যুবতী তাঁহার চিকিৎসা-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হইয়া শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই দ্বারা শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছিল। পরে তিনি ক্লান্তা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকিবেন।

করালী ধীরে ধীরে যুবতীকে শিবিকার ভিতর [illegible]লেন। গ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তিকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, অতি ত্বরায় সৈয়দপুরে যাইবার একখানি পানসী ভাড়া করিলেন; বাহক আনাইয়া, পালকী সহিত যুবতীকে নৌকায় তুলিলেন, এবং একটি কামরায় আপনি স্বয়ং শয্যারচনা করিয়া অতিযত্নে রমণীকে উহাতে স্থাপিত করিয়া, অনেক কৌশলে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। দিনমণির উদয় হইল, পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়ী হইল, সঙ্গে সঙ্গে করালীপ্রসন্নের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইল। যে রমণীর মৃতদেহ দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রমণী তাঁহারই যত্নে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিল। করালীর বোধ ছিল যে, যুবতী অপরিচিত স্থানে অপরিচিত

ব্যক্তি দেখিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু তাহার কিছু চিহ্ন দেখিলেন না। যুবতী চৈতন্য পাইয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। করালী তাঁহার পাথেয় খাদ্য দ্রব্য হইতে কিছু খাইতে দিলেন। রমণী আহার করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন; ইত্যবসরে করালী ইতিকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যুবতী যে সধবা নহে, তাহা তিনি তাহার অলঙ্কারবিহীন হস্ত দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যুবতী কে, কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে বাটী পাঠাইবেন, আর কি প্রকারে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন এই সকল ভাবিতে-ছিলেন, এমত সময়ে রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ?" যুবতী কোনও উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল এবং আপনার অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে অস্ফুট স্বরে গীতোদ্যম করিতে প্রবৃত্ত হইল। অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গমবৎ কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, কিন্তু অর্থযুক্ত কোনও বাক্য নির্গত হইল না—যেন গীত মনে পড়িল না। করালী দেখিলেন, মুখের ভাব অজ্ঞান বালিকার ন্যায়। দৃষ্টির স্থিরতা নাই। অঙ্গ-স্খলিত বসন সাবধান করিবার ইচ্ছা নাই। সর্ব্বনাশ! এ কি পাগল? করালী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার কন্যা?" রমণী বিনা বাক্যে তাঁহার

প্রতি চাহিয়া রহিল। "তোমার নাম কি?" তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না। তৎপরে কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাবে?" রমণী বালিকার ন্যায় হাস্য করিয়া খাদ্য লইয়া আহার করিল। করালী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, একটি উন্মাদিনী তাঁহার স্কন্ধে পড়িল।

রমণীর পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকারে অপরিচিতা, বুদ্ধিহীনা রমণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বেড়ান। এই সকল চিন্তায় তিনিও ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। করালী বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সহসা কোনও বিষয়ের মীমাংসা করিতে ক্ষমবান্ ছিলেন। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন যে, যুবতী বুদ্ধিহীনা হউক বা বুদ্ধিমতী হউক, যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় কোনও দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব যুবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার মানসে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে একটি দাসী আনাইয়া তাহার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। করালী পুনর্জ্জীবিতা রমণীর নামকরণ করিলেন। মধুমতী-নদীতীরে তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, অতএব তাহার নাম দিলেন "মধুমতী।"

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কর্ম্ম-স্থানে গেলেন, এবং অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। মধুমতীও, বালিকা যেমন মাতার অনুরক্তা হয়, সেইরূপ করালীর অনুরক্তা হইলেন। যতক্ষণ তিনি বাসায় থাকিতেন, ততক্ষণ মধুমতী তাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। হয় তাঁহার কেতাব পত্র লইয়া, নতুবা অন্য কোনও দ্রব্য লইয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন।

এই প্রকারে তিন মাস গেল। ক্রমে মধুমতীর মুখের ভাবান্তর হইতে লাগিল। যখন করালীকে দেখিতে পাইতেন, তখন বালিকা-মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া মুখমণ্ডলে যৌবনোপযোগী ভাবের সঞ্চার হইতে থাকিত।

এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেমন বালিকাদিগের দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সেপ্রকারে নহে। যেমন শুষ্ক পল্লব-রাশিমধ্যে অগ্নি রাখিয়া ফুৎকার দিলে অগ্নি একবারে প্রজ্বলিত হয়, এ সেইপ্রকার। অন্যান্য স্ত্রীলোক-দিগের বুদ্ধির ন্যায় বুদ্ধি মধুমতী পুনঃপ্রাপ্তা হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন না। তিনি জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কে ছিলেন, তাহা আর মনে পড়িল না।

করালী একদিন পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে তাঁহাকে জলমজ্জনবৃত্তান্ত সমুদয় অবগত করাইলেন এবং তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মধুমতীর কিছুই স্মরণ হইল না, বরং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কিছুই স্মরণ না হয়। যেন কিছুই স্মরণ না হয়! আর কেহ কি উন্মাদিনীর মত জগদীশ্বরের নিকট পূর্ব্বস্মৃতি-লোপের প্রার্থনা করে? শত সহস্র লোক। যাহাদের পূর্ব্বকৃতাপরাধ ব্যাঙ্কোর বংশাবলীর ন্যায় শোণিতাক্ত কুণ্ডলদাম দোলাইয়া সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে বিচরণ করে, তাহারাই স্মৃতিলোপের কামনা করে। কিন্তু মধুমতী লুপ্তস্মৃতির চিরলোপের কামনা করে কেন? করালী অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মধুমতী এখন সুখিনী—পাছে পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া এ আনন্দের বিঘ্ন করে, এই আশঙ্কা। যেমন দর্পণে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া লোকে আপন মুখ দেখে, তেমনি করালী, মধুমতীর হৃদয়ে আপন হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। দেখিলেন, উভয়েই প্রেমবিমুগ্ধ।

পুত্তলিকার প্রতি বালিকার প্রেমের ন্যায়, মধুমতীর প্রেম।

এক দণ্ডের জন্য করালীকে না দেখিতে পাইলে, মধুমতী পাগলের ন্যায় হইতেন। করালীপ্রসন্ন চিকিৎসার অনুরোধে দুই এক ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকিতেন।

কিন্তু মধুমতী এ সময়টুকু অসীম যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিতেন। মধুমতী পা ছড়াইয়া বসিয়া, অবোধ বালিকার ন্যায় রোদন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন; যেন করালীপ্রসন্নের জুতার শব্দ, অথবা দরওয়াজায় গাড়ী থামার শব্দ পাইতেন; অমনি চীৎকার করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বামা! বাবু এলেন বুঝি?" কিন্তু যখন বামার উত্তরে বুঝিতেন, সে তাঁহার ভ্রম মাত্র, তখন আবার পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতেন।

করালীপ্রসন্ন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবা পুরুষ, মধুমতীর ন্যায় ভুবনমোহিনী রূপসীর সহবাসে যে মন হারাইবেন, তাহা বিচিত্র কি? অষ্টেপৃষ্ঠে মধুমতীর প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন। মধুমতী স্ত্রীরত্ন, কেমন করিয়া অধিকার করিবেন, অনুদিন তাহাই চিন্তা করিতেন। মধুমতী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, সে বিষয় সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। মধুমতী বিধবা হইলে, তাঁহার বিবাহের কোনও আপত্তি ছিল না, কেননা তিনি ব্রাহ্ম; কিন্তু মধুমতী যে সধবা নন, সে বিষয়ে তাঁহার একপ্রকার সংশয় দূর হইয়াছিল; কেননা যখন মধুমতীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান, তখন হস্তে একখানিও গহনা ছিল না। হইতে পারে, দস্যু কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মধুমতীর

প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল যে, সে সংশয় মনে আসিল না। করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে বিবাহ করাই স্থির করিলেন।

একদিন করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে কহিলেন, "মধুমতি—"। মধুমতী তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মুখে কথা ফুটিল না। কোনও কোনও সময়ে করালীর সম্মুখে মধুমতীর কথা ফুটিত। যখন করালীপ্রসন্ন প্রদীপ অথবা দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মধুমতীর সম্মুখে বসিতেন, তখন কথা ফুটিত। মধুমতী অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেন "এই দিকে ব'স।" কেন না করালীর মুখ, অন্ধকার হওয়াতে, তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না। এইদিকে বসিলে অন্ধকার ঘুচিয়া মুখ আলোকময় হইবে এবং মধুমতী তৃপ্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। এক দিন করালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুমতি! তুমি সধবা না বিধবা, তাহা কিছু তোমার মনে পড়ে?"

এবার মধুমতী কথা কহিলেন। বলিলেন, "বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।"

ক। আমার তাই বোধ হয়, কেননা তোমায় যখন নদীর তীরে পাইয়াছিলাম, তখন তোমার অঙ্গে কোনও অলঙ্কার ছিল না।

ম। তবে আমি বিধবা।

করালীর মুখ প্রফুল্ল হইল।

পুনরপি বলিলেন, "বিধবার বিবাহ হয় জান?"

ম। তোমারই মুখে শুনিয়াছি।

ক। তুমি আবার বিবাহ করিবে?

ম। করিব না কেন!

ক। কাকে বিয়ে ক'র্‌বে?

ম। তুমি যাকে বল।

ক। আমাকে?

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া, মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "করিব।" করালী আর কখনও মধুমতীকে লজ্জিত দেখেন নাই। করালী উঠিয়া গেলেন। মধুমতী ক্ষিপ্তার ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, সে কেবল আনন্দে।

বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভক্ষণে, অশুভক্ষণে, তাঁহাদের বিবাহ হইল। করালী বিদায় লইয়া, মধুমতীর সহিত স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

"আর কত দিনে আমরা সেই স্থানে পৌঁছিব?" মধুমতী একদিন নৌকাতে করালীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন। করালী কহিলেন "কোন্ স্থানে? যে স্থানে তোমায় কুড়াইয়া পাইয়াছি? সে ঐ স্থান।" মধুমতী একবার সেই স্থান নিকটস্থ হইয়া দেখিতে চাহিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় মাঝিরা নৌকা অমনি কূলের দিকে ফিরাইল। মধুমতী খড়খড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা করিলেন, সে রাত্রে সেখানে থাকেন। সুতরাং নৌকাও তীরলগ্ন হইল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। মধুমতী সুখে করালীপ্রসন্নের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন, আর করালীপ্রসন্নের হাস্যময় মুখ নিদ্রায় স্বপ্নে দেখিতেছিলেন। কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মধুমতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। করালীও জাগিলেন। দেখিলেন যে, ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা দুলিতেছে। করালী খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া মধুমতীকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। মধুমতী করালীর ভয়ের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যে, স্বামীর হৃদয়ে মাথা রাখিতে পাইলেন, সেই অসীম সুখে কাঁদিতে লাগিলেন। করালী বাহিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, অতিভীষণ অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে; প্রলয়-কালের ন্যায় বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ অশনি-নিপাত এবং অতি প্রচণ্ড ঝড়, সকলে একত্র হইয়া পৃথিবী রসাতলে দিতেছে। কিন্তু করালীপ্রসন্ন বিদ্যুদালোকে দেখিলেন যে, এই ভীষণ সময়ে উন্মথিতা নদীর বিজন উপকূলে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া

আছে। করালী কৌতূহলী হইয়া জনৈক সুচতুর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কে দাঁড়াইয়া—জান ?"

মাঝি কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনরায় বিদ্যুৎ হানিলে দেখিতে পাইল এবং চমকিয়া উঠিল।

করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে চেন ?"

মাঝি। ওকে আবার চিনি না—এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লা যে এখানে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা লাগাইয়াছে, সেই চিনিয়াছে।

ক। ও কে ?

মাঝি। কে তা কেউ জানে না, ও ভূত কি চোর, তা কেউ জানে না, কিন্তু আজ মাস দুইতিন হইল রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময়ে এই নদীতীরে সকলেই দেখিতে পায়—

ক। তুমি কখনও দেখিয়াছিলে ?

মা। মাঝি মাল্লার মধ্যে কে না দেখেছে ? আমরা কলিকাতা হইতে আসিবার সময় একদিন ঝড় বৃষ্টির রাত্রে এইখানে নৌকা রাখিয়াছিলাম। আর ওকে ঐ স্থানে দেখিয়াছিলাম।

করালী অতিশয় কুতূহলী হইয়া কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিদ্যুৎ হানিলে দেখিলেন যে, দীর্ঘাকার পুরুষ অদৃশ্য হইয়াছে। পরে মাঝিকে বিদায় দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীর সহিত স্বদেশে পৌঁছিলেন। পিতা মাতা মঙ্গলাচরণ করিয়া পুত্র পুত্রবধূ ঘরে লইলেন এবং মধুমতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মধুমতী এবং করালীপ্রসন্নের সুখের সীমা রহিল না। একদণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ নাই; করালী দিবারাত্র ঘরে থাকিতেন, এবং মধুমতী অনিমিষ লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কখনও যদি এক দণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ হইত, তবে মধুমতী বালিকার ন্যায় কাঁদিতেন। মধুমতীর এইপ্রকার ব্যবহারে পুরবাসী ও প্রতিবেশিগণ সকলেই বিরক্ত হইতেন।

অকস্মাৎ এই অনন্ত সুখের সাগর শুষ্ক হইল। যে দিনে বিধাতার লিখনানুসারে এক অশনিতে দুই জনের হৃদয় ভগ্ন হইবে, সেই দিন প্রভাত হইতে চলিল। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব? তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন সম্ভব নহে। করালীপ্রসন্ন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুই চারি দিবসের জন্য কলিকাতায়

গেলেন। নির্ব্বোধ মধুমতী অশান্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমবয়স্কা ননদিনী শ্যামা-সুন্দরী অনেক বুঝাইলেন। মধুমতী শ্যামার কিছু অনু-রক্তা ছিলেন। করালীর গমনের পর রাত্রে শ্যামা-সুন্দরী তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত একত্রে শয়ন করিলেন। মধুমতী ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েরই নিদ্রা আসিল না। শ্যামাসুন্দরীর গ্রীষ্মযন্ত্রণায়, মধুমতীর বিচ্ছেদযন্ত্রণায়। শ্যামাসুন্দরীর প্রস্তাবানুসারে উভয়ে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের এক বারাণ্ডায় বসিলেন। বারাণ্ডা অতি নিম্ন, এমন কি বালকেরাও ভূমি হইতে সহজে তদুপরি উঠিতে পারে।

সম্মুখে ভাগীরথী, পশ্চাতে আত বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ণিমার রাত্রি; চন্দ্রমা নিঃশব্দে আকাশে ভাসিতেছে, নৈশ সমীরণ অতি মন্দ মন্দ হিল্লোলে জাহ্নবীহৃদয় চঞ্চল করিতেছে। মধুমতী ও তাঁহার ননদিনী দুরন্ত গ্রীষ্মযন্ত্রণায় বারা-ণ্ডায় বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউ! তোর কি আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে না?” মধুমতী উত্তর করিলেন, “কিছুই না।” পরে উভয়ের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মধুমতী সশঙ্ক চিত্তে উঠিয়া বসিলেন। চন্দ্রিকা-বিধৌত জাহ্নবীর উপকূল হইতে সুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-

ধ্বনি হইল। সঙ্গীত নৈশ সমীরণে আরোহণ করিয়া জাহ্নবীর হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ অমন করিয়া বসিলি যে?" মধুমতী উত্তর করিলেন, "ঠাকুরঝি! পূর্ব্বকার কথা আমার কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু এই গান শুনিয়া আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। আমি যেন একটি গান জানিতাম।"

শ্যামা। গান ত সকলেই জানে—সে আর মনে পড়িবার কথা কি?

গায়ক অতি পরিস্ফুট স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া গায়িতে লাগিল। মধুমতী বড় চঞ্চলা হইলেন—বলিলেন "শুধু একটি গান জানিতাম তাহা নহে—একটি গান বড় ভাল বাসিতাম, সর্ব্বদাই শুনিতাম মনে হইতেছে। বুঝি সে এই সুর। এ সুরে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। দেখ দেখি কথা বুঝা যায় কি না?" উভয়ে মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গীতের একটি পদ স্পষ্ট বুঝা গেল—

"আদর তরঙ্গ বহে, রূপের সাগরে—"

বিদ্যুদগ্নিবৎ এই কথা মধুমতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই পূর্ব্বশ্রুত গীতই বটে। যেমন সভামণ্ডপে পরিচারক একটি প্রদীপ লইয়া সহস্র দীপ জ্বালিত করে, এই গীতে মধুমতীর সেইরূপ হইবার

উপক্রম হইল। "আদর তরঙ্গ"—আদর—আদরিণী নামটি মনে পড়িল। কাহার নাম আদরিণী ? তাহাও মনে পড়িল। মধুমতী মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুষ্করিণী—চারিপাশে কদলী, দাড়িম্ব, আম্রাদি বৃক্ষ—তন্মধ্যে অনতিবৃহৎ বাসগৃহ। তন্মধ্যে আদরিণী—আদরিণী ও আর একজন—এক দাড়িম্ব তলায় উভয়ে পরস্পর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া। মধুমতী তখন দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া নীরবে রহিলেন।

শ্যামা দেখিলেন, তাঁহার কলেবর স্বেদাক্ত ও কম্প-যুক্ত, এবং মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণবিশিষ্ট। মধুমতী চক্ষু মুদিয়া তাঁহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে পীড়িত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বউ ?" উত্তর নাই, মধুমতী মূর্চ্ছা যান নাই, চীৎকার করেন নাই, অথবা কাঁদেন নাই, কেবল মাত্র স্তম্ভিত হইয়া চক্ষু মুদিয়া শ্যামাসুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। মূর্চ্ছার লক্ষণ বুঝিয়া তাঁহার ননন্দা তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। মধুমতী কলের পুত্তলীর ন্যায় শুইলেন। শ্যামাসুন্দরী ও মধুমতী এক শয্যায় শয়ন করিলেন। যামিনী প্রভাতা হইল। গবাক্ষ-নিকটস্থ বৃক্ষস্থিত একটি পাপিয়ার ধ্বনিতে শ্যামার নিদ্রা ভাঙ্গিল,

নিদ্রাভঙ্গমাত্র মধুমতীর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। গত রাত্রে শ্যামা মধুমতীকে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ প্রাতে মধুমতীকে অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় দেখিলেন। ছয় ঘণ্টার মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এ পরিবর্ত্তন কি শারীরিক পীড়ায় অথবা কোনও মানসিক পীড়ায়? সরলা শ্যামাসুন্দরী শারীরিক পীড়া অনুভব করিলেন। এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া মধুমতীকে আরও পীড়িত করিতে লাগিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ



করালীপ্রসন্নের বৃহৎ পুরী নিঃশব্দ, জন মানব দেখা যায় না। কেবল মাত্র বড় দালানে চড়াই পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে, আর অন্তঃপুরমধ্যে এক কক্ষে শয্যাশায়ী একটি শীর্ণদেহ স্ত্রীলোকের ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস শ্রুতিগোচর হইতেছে। মধুমতী শয্যাশায়িনী; কি পীড়ায় শয্যাশায়িনী, তাহা কোনও চিকিৎসক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। করালীপ্রসন্ন অদ্যাপি বাটী প্রত্যা-গমন করেন নাই, তজ্জন্য মধুমতীর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুলতা নাই। মধুমতী বাহ্য ও মানসিক ক্ষমতারহিত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় মিশিয়া আছেন।

সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম গগনে ঘোর মেঘাড়ম্বর হইল, রাত্রি এক প্রহর, অতি নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আবৃতা হইল। ক্রমে বৃষ্টির সহিত প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। মধুমতী সেই জনহীন বৃহৎ অট্টালিকার এক কক্ষে

শয়ন করিয়া আছেন। শয্যাপার্শ্বে একটি আলোক জ্বলিতেছিল। নিঃশব্দ, কেবল বাহিরে ঝড় বৃষ্টির হু হু শব্দ, ও তজ্জন্য কপাট জানেলার ঝঞ্ঝনা শব্দ হইতে-ছিল। আলো কিছু মিটমিট করিতেছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ, চিত্রপটে চিত্রমূর্ত্তিবৎ, মধুমতী মুক্ত দ্বারপথে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, সেই বহু-কালবিস্মৃত মূর্ত্তি চিনিয়া মধুমতী উঠিয়া বসিলেন। মনুষ্য আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল।

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুরুষের চক্ষে অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন—

"তুমি এখানে কেন, আদরিণি?"

মধুমতী অথবা আদরিণী কহিলেন, "নহিলে কোথায় যাইব? মধুমতীর তীরে যখন মরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, তিনিই আশ্রয় দিয়াছেন।"

লুপ্তস্মৃতির পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধুমতী বুদ্ধিও পুনঃপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। আগত ব্যক্তি কহিলেন, "ভালই করিয়াছেন—আমি তাঁহার ঋণী হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদিন দেশে আসিয়াছ, একবার আমার সন্ধান কর নাই কেন? তুমি কি প্রকারে আমাকে ভুলিয়াছিলে?"

মধুমতী কহিলেন, "কিপ্রকারে ভুলিয়াছিলাম, তাহা

শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না; তবে বলিয়া কি হইবে?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব—অথবা তাহা শুনিতেও চাহি না। আমি যে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমি সুখী। এখন আমার সঙ্গে গৃহে চল।" যিনি বলিতেছিলেন, আহ্লাদে তাঁহার শরীর তর তর করিতেছিল—কণ্ঠ গদ্‌গদ।

তখন মধুমতী, মুখ নত করিয়া কম্পিত কলেবরে, অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "গৃহে যাইব? আমার আর গৃহ নাই। তোমার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ নাই। এ জীবন আর আমার নহে। যিনি ইহা রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে ইহা তাঁহারই। তোমার আমার ইহাতে কোনও অধিকার নাই।" শুনিয়া আগন্তুকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—পরে মধুমতীর বিস্ময়জনক কথার মর্ম্মানুধাবন করিয়া, স্বেদাক্ত-কলেবরে, মস্তকধারণ করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আদ-রিণি, আমি যে তোমার স্বামী!"

আদরিণী কহিলেন, "ছিলে; কিন্তু তোমার স্ত্রী মধু-মতী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

তখন মধুমতীর পূর্ব্বস্বামী, কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফা-রিত চক্ষে, মধুমতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন

করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "আমি কখনই এ কথা বিশ্বাস করি না—আমার আদরিণী যে আমাকে এরূপ কথা বলিবে, ইহা বিশ্বাস করি না—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ। আমার এত যত্নের কি এই ফল? যে দিন তুমি জলমগ্না হইয়াছিলে, সেই দিন হইতে আমি শ্মশানবাসী। সেই দিন হইতে, নদীর তীরে তীরে, শ্মশানে শ্মশানে, কাদায় কাদায়, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি। উন্মত্তের ন্যায় কি? আমি ত পাগলই হইয়াছিলাম—ঘাটে ঘাটে মাঝি মাল্লারা "গোপাল—পাগল" বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইত। আমার শরীর দেখ আদরিণি,—তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্য—এমন দীন দরিদ্র কে আছে,—কার শরীর এমন অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, শুষ্ক, মলিন—কার বস্ত্র এমন শতধা ছিন্ন—কার কেশ এমন রুক্ষ—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না—রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ আসিতেছে, পায়ের শব্দ হইল। গোপাল বলিলেন, "কে আসিতেছে—এ বাড়ীতে আমি চোর—সুতরাং আমি এখন চলিলাম—কালি আসিব।"

মধুমতী কহিলেন, "আসিও—কিন্তু কালি না। এ গৃহের স্বামী গৃহে আসিলে আসিও। আর এখানে

আসিও না। সন্ধ্যার পর, ঐ গঙ্গাতীরে আসিও। সেই খানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।”

গোপাল চলিয়া গেল। যেটি ভয়ঙ্কর কথা—আদরিণী যে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যকে বিবাহ করিয়াছেন—সে কথা গোপাল এখনও শুনে নাই। যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতেই তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় করালীপ্রসন্ন কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। মধুমতী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যমুখে নিকটে ছুটিয়া গেলেন না। কেবল মাত্র ঈষৎ চঞ্চল হইলেন; যেমন চন্দ্রোদয়ে সাগর চঞ্চল হয়, সেইরূপ চঞ্চল হইলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে শীর্ণ দেখিয়া অতি ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হইয়াছে? কেন এত শীর্ণ হইয়াছ?” মধুমতী উত্তর করিলেন না। করালী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন, “কিছু হয় নাই।” করালী তথাচ কহিলেন, “কেন অমন হইয়াছ, আমাকে বলিবে না?” মধুমতী নীরব হইয়া রহিলেন, করালী অতি কাতর স্বরে কহিলেন, “যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য না দেখিলে কাঁদিতে, তাহার নিকট পীড়া গোপন করিতেছ?” মধুমতী কোনও উত্তর দিলেন না। করালী ব্যথিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মধুমতী করালীর মুখপ্রতি চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল

রক্তবর্ণ হইয়াছে, এবং চক্ষু ছল ছল করিতেছে। মধুমতী তথাপি কিছু বলিলেন না। করালী অনেকক্ষণ অবধি সেইখানে বসিয়া মধুমতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহার প্রতি ভাবান্তরের কারণ জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধুমতী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। করালী ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া আপন শয্যাগৃহে যাইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া রহিলেন। বোধ হয় কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতি গাঢ় অন্ধকার হইয়াছিল। পৃথিবী নিঃশব্দ, করালীপ্রসন্নের বৃহৎ অট্টালিকাও নিঃশব্দ; কিন্তু এত গভীর-রাত্রে করালীপ্রসন্ন দূর হইতে মনুষ্যপদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। করালী কিছু বিস্মিত হইলেন, পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। করালী একবার ভাবিলেন, চোর আসিয়াছে; আবার ভাবিলেন যে, তাঁহার ভ্রম মাত্র; কিন্তু পদশব্দ এত স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল যে, করালী তাঁহার ভ্রম মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—ত্বরায় দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না, নিশ্চেষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র

আবার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া গৃহের মধ্যদেশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন, হঠাৎ শব্দ থামিল, এবং তৎপরক্ষণেই গবাক্ষপথে শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। অতি দ্রুত দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে গেলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালীপ্রসন্নের দুই মহল অন্তঃপুর ; উভয় মহল আলো লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে, অন্ধকারে, বোধ হইল, এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও ?" স্ত্রীলোক কহিল "আমি।" করালী স্বরে চিনিলেন,— মধুমতী। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেন ?"

মধুমতী কহিলেন, "কাহাকে খুঁজিতেছ ?" করালী কহিলেন, "জানালায় এক বিকৃতাকার মনুষ্য দেখিয়াছি—তাহাকেই।" মধুমতী কহিলেন, "আমি তাহাকে চিনি—ঘরে চল, বলিতেছি।"

মধুমতী, করালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ, তাঁহার শয্যাগৃহে আসিলেন। তথায় করালী পালঙ্কের উপর চরণ লম্বিত করিয়া বসিলেন। মধুমতী তাঁহার চরণতলে বসিয়া, তাঁহার চরণগ্রহণ করিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। করালী বিস্মিত হইলেন—বলিলেন, "কে সে ?" দেখিলেন, মধুমতী কাঁদিতেছে।

মধুমতী বলিলেন, "তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ—আমি তোমার নিকট যে ঋণে ঋণী, মনুষ্যে তাহা শোধ করিতে পারে না। তাহার শোধ দূরে থাক, আমি তাহার পরিবর্ত্তে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—যে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছিলে—তাহা আবার নষ্ট কর—চিকিৎসাশাস্ত্রে কি তাহার উপায় নাই ?"

করালী অবাক্ হইলেন,—বলিলেন, "এসকল কথা কেন ? কে সে ব্যক্তি ?"

মধুমতী শুষ্ক কণ্ঠে, রোদনোন্মুখবৎ নিশ্বাসে, পূর্ব্ব-স্মৃতি-পুনরুদয়ের কথা বলিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পটু করালী সে বৃত্তান্ত বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। তার পর মধুমতী বলিতে লাগিলেন, "তখন আমার সকল স্মরণ হইল। তখন মনে পড়িল যে, আমি যে তোমার নিকট বলিয়াছিলাম—আমি বিধবা, সে মিথ্যা কথা। আমি সধবা। আমি লালগোপাল দত্তের স্ত্রী। তিনি আজিও জীবিত আছেন। এখন যাঁহাকে দেখিয়াছিলে, তিনিই আমার সেই পূর্ব্ব স্বামী।"

এই বলিয়া মধুমতী কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। করালীও নীরব হইয়া রহিলেন। মধুমতী পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "যে গীত শুনিয়া আমার

সব মনে পড়িল, তাহা তিনি অহরহঃ গাইতেন। আমি তাহা অহরহঃ শুনিতে ভাল বাসিতাম—সে গীত আমার হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত ছিল। পরদিন তিনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।”

এই বলিয়া মধুমতী নিরস্ত হইলেন। করালী কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া, উঠিয়া গেলেন। পৃথক শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। করালীও দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন উভয়ে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বকই সাক্ষাৎ করিলেন না। বিশেষ করালী অত্যন্ত ধর্ম্মভীত; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অন্য স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত আদরিণীর বিবাহ ধর্ম্মতঃ বিবাহ নহে। সুতরাং আদরিণী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নহেন। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত সহবাস ঘোর পাপাচার। কিন্তু মধুমতীর সহবাস পরিত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ করা সহজ। তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইয়া চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি হইল। প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না। গোপাল অবধারিত সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। কূলে কাহাকেও দেখিতে পাইল না—কিন্তু দেখিল যে, বক্ষঃ-পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোক গাত্র ধৌত

করিতেছে। গোপাল চিনিল—সেই আদরিণী। বলিল, “আমি আসিয়াছি।”

আদরিণী বলিল, “আর একটু দাঁড়াও—আমার এখনও বিলম্ব আছে। দাঁড়াইয়াই বা কি করিবে, আমার নিকটে এই জলে আইস, সেবার আমরা অগাধ জলেও ডুবি নাই, এই একবুক জলে ভয় কি? আমার যাহা বলিবার, তাহা এই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তোমাকে বলিব।”

গোপাল জলে নামিয়া আদরিণীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। আদরিণী বলিল, “আমি যাহা বলিব, বোধ হয় তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, আমি সত্য কথা বলিব।”

এই বলিয়া মধুমতী পূর্ব্ব ঘটনা সকল, সেই জ্যোৎস্নাপ্রফুল্লিত গঙ্গাতরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া, সেই বিজন নিস্তব্ধ প্রদেশে, মৃদু গম্ভীর স্বরে, অদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। করালীর সহিত বিবাহের কথা বলিলেন। গোপাল মুমূর্ষুবৎ সকল শুনিল। আদরিণীর কথা সমাপ্ত হইলে, গোপাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

“আমার যাহা কপালে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। তুমি এক শত বিবাহ করিলেও আমার অত্যাজ্য। তুমি আমার গৃহে চল। আমরা এ দেশ ত্যাগ

করিয়া, দেশান্তরে গিয়া এ কলঙ্ক লুকাইব। কেহ জানিবে না—আমরা আবার সুখে দিনযাপন করিব।

গোপালের অবিচলিত স্নেহ দেখিয়া, এবং আপনার পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করিয়া আদরিণী গঙ্গাস্রোতের উপর দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন, আর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, গলদেশ-পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, মধুমতী অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি এখন তোমাকে প্রতারণা করিব না—আমি তোমার গৃহে যাইব কি প্রকারে? আমি পরের। আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরের। আমি মহাপাপিষ্ঠা। আমি তোমার স্নেহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নূতন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।"

এই বলিয়া আদরিণী আর একপদ জলে অগ্রসর হইলেন। জল চিবুক পর্য্যন্ত হইল। তখন মূর্খ গোপাল, আদরিণীর দুরভিসন্ধি সহসা বুঝিতে পারিয়া, ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া নদীর তট প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল; ডাকিল, "আদরিণি—প্রাণাধিকে! ও কি—রক্ষা কর, এ সর্ব্বনাশ করিও না।" এই বলিয়া আদরিণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

আদরিণী, অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, অধরপ্রান্তে বিশ্ববিমোহন হাসি হাসিয়া, বলিলেন, "আমি ফিরিব না।

কিন্তু তোমার কাছে এক ভিক্ষা। একবার আলিঙ্গন কর; বুঝিব যে, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলে। যদি আমায় একদিনও ভাল বাসিয়া থাক, তবে এই-খানে জন্মের শোধ আলিঙ্গন কর।” করালী তখন আদরিণীর মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

তখন গোপাল গদগদ কণ্ঠে, অতি কষ্টে, বলিতে লাগিল, “তোমায় আলিঙ্গন করিব আদারণি! আমা-রই আদরিণী—কত আদরের আদরিণী? তোমার সাধ মিটাইয়া, জন্মের শোধ আলিঙ্গন করিব। তুমি একা যাইও না। তুমি যদি ফিরিলে না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

এই বলিয়া গোপাল চিবুক-পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, চিরপ্রেমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

তাহার পর উভয়কে, পৃথিবীতে আর কেহ, কখনও দেখিল না।

